পরিবর্তন তরান্বিত করার জন্য নকল ট্রাইবুন্যাল (বিশেষ আদালত)

স্থাপন নাইজেরীয়ায় নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিষয়ে জাতীয় ট্রাইবুনাল।

রচনায় মুফিলিয়াত ফিজারী
সম্পাদনায় লীয়াম ম্যাহনী

NEW Tactics in Human Rights

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার কেন্দ্রের
নয়া কৌশল প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত একটি
কৌশল পত্র সহায়িকা ।

প্রকাশনায়
দি সেন্টার ফর ভিকটিমস্ অব টরচার
নিউ ট্যাকটিকস্ ইন হিউম্যান রাইটস্ প্রজেক্ট
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড,
মীনাপোলিশ, এম,এন, ৫৫৪১০, ইউ.এস.এ.
www.cvt.org.www.newtactics.org

সহায়িকা পত্র প্রকাশনা সম্পাদক
লীয়াম ম্যাহনী

অঙ্গসজ্জা এবং কপি সম্পাদনায়
সুশান ইভারশন।

দেশ মন্ড টুটু পীস সেন্টারের লীডারশীপ একাডেমী এবং নয়া কৌশলের নির্যাতনের শিকারদের নয়া কৌশল পরিচালিত কেন্দ্রে প্রতি আফ্রিকার আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালার সহায়তা প্রদানের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে এবং যার ফলে অত্র সহায়িকাসহ অন্যান্য পুস্তকাদি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

- দি রক ফেলায় ফাউন্ডেশন।
- দি ইন্টার ন্যাশনাল সেন্টার অন ননভায়লেন্ট কনফিক্ট।
- নরওয়েজিয়ান চার্চ এইড।
- ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন কনফারেন্স, ওয়ার্কশপ এন্ড কালচারাল ইনিসিয়েটিভস ফান্ড ইন কনজাংশন ইউথ দি সউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল ট্রাষ্ট।
- দি ইউনাইটেড স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব ষ্টেটশন।
- দি ইউনাইটেড ষ্টেট ইনষ্টিউট অব শীম। এছাড়া অনেক দাতার নাম অজ্ঞাত রাখতে ইচ্ছা পোষন করেন।

আমরা গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবী এবং কর্মীদের প্রতি যারা তাদের সময় ও পরামর্শ দানের মাধ্যমে মানবাধিকার সম্পর্কিত এই প্রকল্পের অগ্রগতি সাধন করেছেন।

ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবী, অন্তবর্তীকর্মী, এবং বস্তুগত ভাবে সাহায্য প্রদানকারী দাতা সংস্থায় দুই সহস্রাধিক শ্রম ঘন্টায় বদৌলতে এই নয়া কৌশল প্রকল্প উপকার লাভ করেছে।

কয়েকটি প্রতিষ্ঠান উদ্যোক্তাদের মধ্যে ম্যাকালেষ্টার কলেজ, ইউনিভাসিটি অব মিনেসোটা, দি হাইয়ার এডুকেশন কনসেটিয়াম ফর আরবান এফয়ার্স, দি মিনেসোটা, জাষ্টিস ফাউন্ডেশন, ফিলাডলফিয়ার পাবলিক বিলেশন ফার্স স্পীয়ার বার্ডসলী অন্যতম।

মতামত, তথ্যাদি, সুপারিশ এবং উপসংহার যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে সবই নয়া কৌশল প্রকল্পের এবং এতে আমাদের দাতাদের অভিমতের প্রতিফলন ঘটেনি সেজন্য www.Newtatics.org. ব্যবহার করুন।

মানবাধিকারের মধ্যে নয়া কৌশল প্রকল্পের মতামত এই প্রতিবেদন যথাযথভাবে প্রতি ফলিত হয়নি। এই প্রকল্প কোন সুনিদির্ষ্ট কৌশল বা নীতি অধিপরামর্শ প্রদান করে না।

© ২০০৪ সেন্টার ফর ভিকটিমস অব টরচার :

প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র এই প্রকাশনার বিনা মূল্যে ছাপা বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রচার করা যাবে সকল কপিতে স্বত্তাধিকারীর বিষয় উল্লেখিত থাকবে।

৪- গ্রন্থকারের জীবন বৃত্তান্ত

৫- নয়া কৌশল প্রকল্পের ব্যবস্থাপকের পত্র

৬- সূচনা

৬- সমস্যা : সংঘাত, সহিংসতা, নারীর অধিকার এবং নাইজিরায় নিরবতা

৭- ট্রাইবুনালের উদ্দেশ্য

৭- কৌশল বাস্তবায়নে গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

১০- ২০০১ সালের ১৪ই মার্চের নকল ট্রাইবুনাল

১০- আশু প্রভাব

১১- কার্যাবলীর ধারাবাহিকতা

১২- ট্রাইবুনালের দীর্ঘ মেয়াদী প্রভাব

১২- বাধা সমূহ

১২- কৌশল প্রয়োগ

১৪- উপসংহার

দি সেন্টার ফর ভিকটিমস্ অব টরচার
নিউ ট্যাকটিকস্ ইন হিউম্যান রাইটস্ প্রজেক্ট
৭১৭, ইষ্ট রিভার রোড,
মীনাপোলিশ, এম,এন, ৫৫৪১০, ইউ.এস.এ.
www.cvt.org, www.newtactics.org

মুফিলিয়াত ফিজারী

মুফিলিয়াত ফিজারী : বি,এ,ও, বি,এ,বি'র নারী মানবাধিকার বিষয়ক উর্দ্বতন কর্মসূচী কর্মকর্তা। তিনি ১৯৯৯ সনে সহকারী কর্মসূচী কর্মকর্তা হিসেবে বি,এ,ও,বি,এ,বি'তে যোগদেন। এখানে তিনি নারী মানবাধিকার, মুসলিম আইন, নারীদের প্রতি নির্যাতন, লিঙ্গ ও যোগাযোগ বিষয়ে কাজ করেন। ১৯৯৯ সনের পূর্বে তিনি প্রকাশনা ও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে সার্বক্ষনিক সাংবাদিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০০১ সালে তিনি জাতীয় প্রহসনমূলক ট্রাইবুনাল পরিকল্পনার সংবাদ মাধ্যম সম্পর্কিত কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

বাস্তবায়নকারী সংগঠন

বিএওবিএবি নাইজেরীয়ার একটি নেতৃত্বদানকারী অলাভজনক নারী মানবাধিকার বিষয়ক সংগঠন। যা নারী মানবাধিকার সংরক্ষন ও উন্নয়ন, ধর্মীয় ধর্ম নিরপেক্ষ এবং প্রথাগত আইনের জন্য যা প্রয়োগ নাইজেরীয়ার আইন ব্যবস্থার ত্রিমাত্রিক সমান্তরাল দিক নির্দেশক। এই সংগঠন নারী ও আইন পেশাজীবি আধা-আইনী কর্মকান্ড মহিলা গ্রুপ, মানবাধিকার বিষয়ক বেকরকারী সংস্থা এবং সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে নারী মানবাধিকার উন্নয়ন ও অনুশীলনীর জন্য সচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেন তাদের নিয়ে কাজ করে।

এই সকল আইনের অপ্রয়োগ, নারীদের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে এই সম্পর্কিত অন্যান্য আইনী চেষ্টায় সম্পর্কে সচেতনা বৃদ্ধির কার্যক্রম এই সংস্থা পরিচালনা করে। বি,এ,ও,বি,এ,বি সকল প্রকার মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম জোরদার করার জন্য নীতি নির্দ্ধারণ পুর্ব্বক মানবাধিকার সংগঠন ও এ্যাকটিভিষ্টদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান ছাড়াও এই সংস্থা প্রশিক্ষণ প্রদান ও শিক্ষামূলক কর্মসূচী পালন, যার মধ্যে আইন শিক্ষা, শিক্ষামূলক প্রচার পত্র প্রকাশনা, গবেষণা প্রতিবেদন ও কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

বেসরকারী সম্পদ উন্নয়ন এবং তথ্য গ্রন্থনা কেন্দ্র, CIRDDOC একটি স্বাধীন, জাতীয় ভিত্তিক অসরকারী, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান যা মানবাধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তারাও দক্ষতা উন্নয়ন চেষ্টায় প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে সুশাসন গণতন্ত্র, প্রচেষ্টা, মানবাধিকার লিঙ্ক স্পর্শকাতরতা এর যৌথ প্রক্ষিন দক্ষতা আনায়ন করতে আগ্রহী।

তথ্য যোগাযোগ ঃ

নারী মানবাধিকারের জন্য প্রতিষ্ঠিত
বিএওবিএবি ফর ওমেন হিউম্যান রাইটস্
২৩২এ, মুরী ওকিনোলা স্ট্রীট,
ভিক্টোরিয়া আইল্যান্ড, লাগোস, নাইজেরিয়া

ডাক ঠিকানা
পোঃ বক্স ঃ ৭৩৬৩০
ভিক্টোরিয়া আইল্যান্ড, লাগোস, নাইজেরিয়া
ফোন : + ২৩৪-১-২৬২-৬২৬৭ বা + ২৩৪-১-৩২০-০৪৮৪
ই-মেইল: baobab@bababwomen.org
ওয়েব সাইট: www.baobawomen.org

NEW Tactics
in Human Rights

সেপ্টেম্বর ২০০৪

প্রিয় সুহৃদ,

নয়া কৌশলের মানবাধিকার সিরিজের পক্ষ হতে স্বাগতম। মানবাধিকারে অগ্রগতি বিধানে প্রতিটি সহায়িকা পত্রে একজন মানবাধিকারকর্মী তার অনুসন্ধানী কৌশলের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন।

এই গ্রন্থকার ও বেসরকারী ও সরকারী প্রেক্ষিতে শিক্ষাবিদ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোক, সত্য উদ্ঘাটন এবং মিমাংসা প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, নারী অধিকারে ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিপরামর্শ প্রায়াস ইত্যাদি প্রতিটি ব্যাপক ও বিভিন্ন মূখী মানবাধিকার আন্দোলনের অংশ বিশেষ। নিজ নিজ দেশে তারা অগ্রবর্তী কৌশল সমূহ অবলম্বন করে মানবাধিকার আন্দোলনে অবদান রেখেছেন। এছাড়া অন্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে উদ্ভুত সমস্যা সমাধানের জন্য তারা কৌশল যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করেছেন।

প্রতিটি সহায়িকা পত্রে গ্রন্থকার কর্তৃক তার নিজ সংগঠন কোন কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের সাফল্য অর্জন করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ আছে। মানবাধিকার আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অন্যান্য মানবাধিকার কর্মীর কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান পরিধি বৃদ্ধি কৌশল সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা করার ক্ষমতা বাড়াবার জন্য আমরা তাদের অনুপ্রেরণা দানে আগ্রহী।

এই সহায়িকা পত্রে আমরা নকল ট্রাইবুনালের কার্যকর ও সৃষ্টিধর্মী কার্যক্রমের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের নীতি ও আইন পরিবর্তন করে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে জনগণের ধারণা ও বিশ্বাসের আমূল পরিবর্তন ঘটবার কথা জানাতে পারি।

নারী মানবাধিকারের জন্য বিএওবিএবি, সিআইআরডিডিওসি (সিভিল রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট এন্ড ডকুমেনটেশন সেন্টার) সাথে যৌথভাবে নাইজেরীয়ায় নারীর প্রতি সহিংসতাতুলে ধরে যা সাধারনের বিবেচনায় স্বাভাবিক ও যুক্তিসিদ্ধ অপব্যহারের নামান্তর। এই সংগঠন নাইজেরীয়ার প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব যেমন নাইজেরীয় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরনের জন্য গঠিত কনভেনশনের সদস্য, আইনবিদ জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কমিশনের সদস্যদের সমন্বয়ে উচ্চ ক্ষমতাপন্ন বিচারকের তালিকা তৈরী করে নাইজেরীয়ায় বিভিন্ন এলাকার মহিলাদের নির্যাতনের কাহিনী জেনে প্রচার মাধ্যমের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার প্রয়াস চালায়।

খ্যাতি ও মানবাধিকারের প্রতি দৃষ্টিদানকারী ও উদ্বেগ বিবেচনা করে বিচারকদের নির্বাচিত করা হয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রচলিত আইনের সংস্কার সাধনের জন্য বিচারকদের সুপারিশমালা জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বেশ কার্যকর প্রভাব ফেলে। যার ফলে নবতর আইন প্রণয়ন ও বিদ্যমান আইন সংশোধন সহজতর হয়।

সমাজের অন্যান্য কর্ম সুবিধাভোগী বা অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে জনগনের অনুভূতি ও ধারণা বিষয়ে ভূল বুঝাবুঝি নিরসনে এই কৌশল সমূহ যথেষ্ট সহায়ক।

এই সহায়িকার সমস্ত সিরিজ অন-লাইন www.Neutactics.org. এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে। অরিক্তি সহায়িকা পত্র পাওয়া যাবে এবং সময়ের সঙ্গে তাল রেখে সকল প্রয়োজনীয় বিষয় সরবরাহ করা হবে। আমাদের ওয়েব সাইটে অন্যান্য উপকরণ সমূহ, কৌশলের অনুসন্ধানযোগ্য ডাটাবেজ, মানবাধিকার কর্মীর জন্য প্রয়োজনীয় আলোচনা ফোরাম, আমাদের কর্মশালা এবং সিম্পোজিয়াম সম্পর্কে তথ্যাদি পাওয়া যায়। নয়া কৌশল পত্রের গ্রাহক হতে গেলে নিম্ন ঠিকানায় ই-মেল করবেন -Tcorncli@cvt.org.

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে সমাগত বিভিন্ন সংগঠন ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করেন এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন মত ও দলের সমন্বয়ে গঠিত নয়া কৌশল বিষয়ক মানবাধিকার প্রকল্প একটি আন্তর্জাজিত উদ্যোগ।

এই প্রকল্পটি নির্যাতনভোগীদের কেন্দ্র সি.ভি.টি দ্বারা সমন্বয় সাধনকারী আমাদের নয়া কৌশল উদ্ভাবনের প্রচেষ্টার ফলে লব্দ অভিজ্ঞতার সমাহার যা একটা নিরাপদ সম্মানজনক অবস্থানে থেকে মানবাধিকার সংরক্ষন ও সুস্থ নাগরিক নেতৃত্ব বিকাশের সহায়িকা পত্রটি তথ্য সমৃদ্ধ এবং চিন্তার উদ্রেককারী বিষয় হিসেবে গ্রহণ করবেন।

আপনার বিশ্বস্ত

Kate Kelsch

কেটে কেলসখে
ব্যবস্থাপক, নয়া, কৌশল প্রকল্প।

সূচনা

২০০১ সালের ১৪ মার্চে নাইজেরীয়ার জনগণ, প্রচার মাধ্যম এবং সরকার এমন একটি বিষয় অবলোকন করেন যা কখনও পূর্বে ঘটেনি।

নাইজেরীয়ার ফেডারেল রাজধানী আবুজার অনুষ্ঠিত নকল ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ, বিচারকগনের সমন্বয়ে গঠিত প্যানেলের নিকট ৩৩ জন ও মহিলা ও বালিকা তাদের প্রতি অমানবিক নির্যাতনের ভিন্ন ভিন্ন কাহিনী খোলাখুলি বর্ণনা করেন। এই ঘটনা ব্যাখ্যা প্রচার লাভ করে এবং দিনভর ১৫০-৫০০ জন লোক এই দৃশ্য সরাসরি দেখে।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নাগরিকদের নীরবতা ভাঙবার জন্য এটা ছিল প্রথম সফল প্রয়াস। উপস্থিত দর্শকবৃন্দ প্রত্যেক নারী ও যারা মৃত তাদের বোনদের নিকট হতে তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতনের কাহিনী শুনে অশ্রু সংবরন করতে পারেননি।

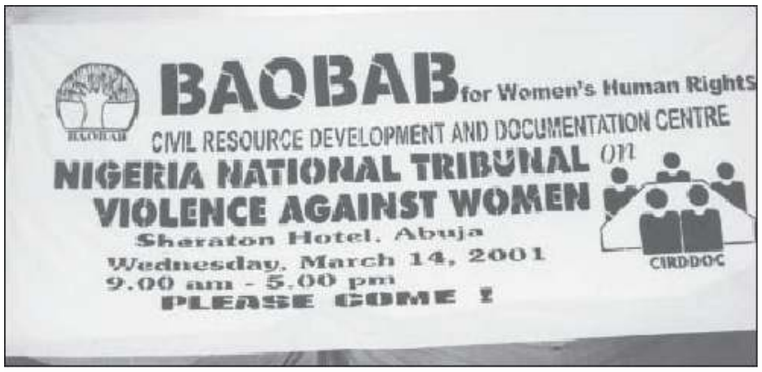

Publicity for the tribunal

বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী অবশেষে এক গুচ্ছ, সুপারিশ মালা প্রনয়ন করেন যা নাইজেরীয়ার নারী নির্যাতন ও মানবাধিকার রক্ষার জন্য রাষ্ট্রীয় নীতি পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এই ট্রাইবুনাল অনুষ্ঠিত হয় BAOBAB এর CIRDDOC যৌথ উদ্যোগে।
ভিয়েনা এবং টোকিওতে অনুষ্ঠিত ট্রাইবুনাল জনমনে প্রভাব বিস্তারের কথা জেনে এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যা ব্যাপক বিশ্ব দৃষ্টি আকর্ষন করে।
CIRDDOC একক ভাবে মানবাধিকারের বিষয়টি মূখ্য করে ১৯৯৯ সালে দক্ষিণ পূর্ব নাইজেরীয়ার আনামব্রা রাজ্যে প্রহসন মূলক ট্রাইবুনালের অনুষ্ঠান করে।

এই ঘটনা জনমনে বিপুল সাড়া জাগায় এবং নারী অধিকারে বিষয়ে ব্যাপকতর আলোচনা সমালোচনা শুরু হয়। ১৯৯৬ সাল হতে BOABAB বেতার কর্মসূচী এবং কর্মশালা পরিচালনার মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টি আকর্ষন পূর্ব্বক নারীর প্রতি সহিংসতা নিরোধে শক্ত অবস্থান সৃষ্টি করে।

ইতিপূর্বে কখনও সংবাদ পত্র, সরকারী পর্যায়ে বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট নারী সহিংসতা বিষয়টা এতো গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়নি।
পদস্থ আমলা বিজ্ঞ জনের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নীতিগত পরিবর্তন সাধনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতি সক্ষম হয়েছে। অত্যাচারের শিকার নিরীহ নারীদের ক্ষতিপূরন উপযুক্ত পরামর্শদান করে যার ফলে তারা পুনরায় সমাজে সন্মানজনকভাবে জীবন যাপনের সুযোগ পায়।

আমাদের বিশ্বাস এই ট্রাইবুনাল এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রচার মাধ্যমের কর্মশালা শুধু মাত্র নাইজেরীয় জনগনের বিবেককে প্রভাবিত করেনি বরঞ্চ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা কেমন জাতীয় সংসদ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা (পুলিশ, সামরিক বাহিনী, কাষ্টম কর্মচারী এবং এ ধরনের অনেক প্রতিষ্ঠান) উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। ট্রাইবুনালের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞ আইনসভার সদস্যগণ শপথ নেন নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সর্বাত্মক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত বিলকে আইনে পরিণত করবেন।

এভাবে ট্রাইবুনালের কার্যক্রম ব্যাপক জনগণকে প্রভাবান্বিত করে এবং গণ শিক্ষা ব্যবস্থায় চাপ সৃষ্টির জন্য নবতর কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এ ভাবে নির্যাতন ভোগীদের মধ্যে যারা জীবিত তাদের ক্ষমতায়কে পথ প্রশস্ত হয় যার ফলে তাদের সুন্দর সমৃদ্ধ ভবিষৎ নিশ্চিত হয়।

সমস্যা, সহিংসতা, নারীর অধিকার এবং নাইজেরীয়ার নীরবতা

নাইজেরীয়ার নারীদের প্রতি দীর্ঘদিনের তাচ্ছিল্যর ফলে সৃষ্টি সহিংসতার অভিজ্ঞতা হতে আমাদের কৌশল সমূহ সৃষ্টি হয়। সরকাররের পক্ষ হতে এ সহিংসতা দমনে কোন প্রচেষ্টাই ছিলনা। এটা স্বাভাবিক সহনশীল ঘটনার মতো ছিল সেকারণে কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় নি। নাইজেরীয়ীয় নারীর প্রতি যে নিপীড়ন জলুম করা হয় তা নাইজেরীয়দের ধারনার বাহীর ছিল। তারা এটা মামুলী বিষয় মনে করে।

তুচ্ছ পারিবারিক সামান্য বিষয় যা স্থানীয় ভাবে মিমাংসা করা যায় তা নিয়েও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মহিলাকে নিজ ঘরে ফিরতে হয়। নারীর প্রতি এতো অবহেলা, নির্দয় ভাব ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। ১৯৯৮ সালে CEADAW যা সকল প্রকার বৈষম্য নিরসনের জন্য প্রতিষ্ঠিত, সে সংস্থার কনভেনশনে প্রদত্ত নির্পোটে জানা যায়। নাইজেরীয় সরকার নারীর প্রতি সহিংসতা হয় তা বিশ্বাস করেন না। কেননা সরকারের নিকট এ পর্যন্ত কোন নারী এ সম্পর্কে কোন অভিযোগ করেন নি।

এই দৃষ্টি ভঙ্গীর কারণে, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আই,এম,এফ পরিচালিত কাঠামোগত সমন্বয় কর্মসূচীর অধীনে সামান্য অর্থাসুকুল্যে বিশ্ব পরিচালিত গবেষণা কর্ম সেকারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা তত গরুত্ব পায়নি। পারিবারিক নির্যাতন অনেক দেশের ছোট খাটো গবেষণায় ফুঠে উঠেছে যার মাধ্যমে এবং নির্মমতা ও ব্যাপকতা জানা সম্ভব হয়েছে।

নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি আইন গত ইস্যু হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে জাতীয় ভাবে সাড়ী জাগিয়ে প্রয়োজনীয় আইন প্রলয়ন অত্যন্ত জরুরী বিষয়। নাইজেরীয়া CEADAW এর মতো অনেক। আন্তর্জাতিক সনদের অনুস্বাক্ষরকারী দেশ। অনুরুপ ভাবে দেশীয় আইন প্রণয়নে ব্যর্থ হয়েছে। এ কারণে আন্তর্জাতিক আইন বলবৎ থাকা সত্বেও নাইজেরীয় নারীগন এর সুবিধা রাভে বঞ্চিত হয়েছেন। যদিও CEADAW প্রথাসিদ্ধ আইনের আরোকে ২টি উল্লেখ্যযোগ্য রায় প্রদান করেছেন। এই ট্রাইবুনাল জনগনের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণে কার্যকর সাড়া জাগিয়েছে। নাইজেরীয় নারী দীর্ঘ অধিকার সংরক্ষনে সংগ্রালের ধারা বাহিকতা এটা অনুষ্টকের মতো কাজ করেছে।

এই তামাসায় ট্রাইবুনাল অনুষ্ঠান কয়েক বছরের সামরিক শাসনের অবসান কালে সংঘটিত হওয়ায় বিষয়টি আশ্চর্য্য জনকভাবে ডাকতানীর হয়েছে এবং এই ক্রান্তিকাল মানবাধিকারের প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধাশীল হওয়ার এবং নারীর অধিকার রক্ষায় মানুষের আকাঙ্কার সংগে সঙ্গতিপূর্ণ। আমরা আশাকরি, আমাদের ভোটে নিবাচিত নতুন সরকার জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ হবেন।

নাইজেরীয় নতুন যুক্ত রাষ্ট্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির যেখানে দ্বিকক্ষ বিদ্যমান উচ্চতর ও নিম্নতর সিনেট এবং রিপ্রেজিটিটিভ ৩৬টি ষ্টেটের প্রতিটিতে একজন গভর্নর এবং ষ্টেট হাউজ অব এসেম্বলী আছে। সিনেটের তিনের মধ্যে দুইজন এবং হাউজের নয়জনের মধ্যে ২ জনূ মহিলা ট্রাইবুনালে হাজির হয়েছেন।

ট্রাইবুনালের উদ্দেশ্যাবলী :

এই উচ্চাভিলাসী ঘটনার জন্য আমাদের অনেক গুলো উদ্দেশ্য আছে, নিম্নে বর্ণিত হলো-

- ক্রমবর্দ্ধমান সহিংসা বিশেষ করে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয় প্রকাশ করা।
- প্রথমত ও সাংস্কৃতিক অভ্যাস সমূহের অপঅনুশীলন সম্পর্কে আলোচনা যা VAW কে।
- প্রযুক্তি সিদ্ধভাবে ব্যবহার করবে।
- নারী অধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা।
- গ্রামের বাকহীনা নির্যাতন ভোগী নারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে তাদের কথা বলার সুযোগ প্রদান।
- নাইজেরীয় সম্প্রদায় ও সরকারী নেতাদের বেজিং প্লাট ফরমে এবং মানবাধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য সনদে অনুস্বাক্ষর দানকারী হিসেবে তাদের বিবেককে শানিত করা যার ফলে তারা উক্ত সনদের প্রতি জবাবদিহিতাও বাধ্যতা বজায় রাখেন।

প্রণালী বদ্ধভাবে বৃহদাকারে নারী নির্যাতনের বিষয়ে গবেষণা করতে পারেনি।

- আমরা চেয়ে ছিলাম আইন সভার নির্বাচিত সদস্যদের কয়েকজনকে যারা ট্রাইবুনালে হাজির হয়ে তাদের ভোট দাতাদের অনেকের নিকট হতে লোমহর্ষক পীড়াদায়ক কাহিনী নিজেরা শোনার সুযোগ পাবেন। আদর্শগত ভাবে তারা এই বাস্তব স্বাক্ষ্য শোনার সুযোগ পেলে আন্ত র্জাতিক সনদের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিবেন, তার স্বীকতি প্রদান করবেন।
- নারীদের প্রহার, ধর্ষণ এবং অন্যান্য নিপীড়ন মূলক কর্মকান্ড তথা নারীদের প্রতি ক্ষমতার অপপ্রয়োগের অবসান ঘটিয়ে অংশ গ্রহণকারীদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করন।
- আইন সহায়তা এবং পরামর্শদানের মাধ্যমে নির্যাতনের শিকার বিশেষ করে যারা স্বাক্ষ্যদান করে পরীক্ষি হয়েছেন তাদের অবস্থার উন্নয়ন।

পূর্বতম সকল প্রয়াসের চেয়ে এই তামাসার ট্রাইবুনাল (বিশেষ আদালত) ভিন্ন ধর্মী করেন, এতে নারীর প্রতি সহিংসতার জীবন্ত কাহিনী বিবৃত করা হয়। সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে বাস্তবধর্মী, আইনগত ও রাজনৈতিক যুক্তি তর্কের প্রত্যক্ষ অবতারনা পূর্ব্বক নির্যাতনের কাহিনী জানায় সুযোগ হয় বিশেষত: এই যুক্তি তর্কের পট ভূমিকায় ট্রাইবুনাল (বিশেষ আদালত) প্রতিষ্ঠিত হয়।

কৌশল বাস্তবায়নের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ:

১৯৯৯ সালে CIRDDOC পরিচালনায় ট্রাইবুনাল (বিশেষ আদালত) অনুষ্ঠিত হওয়ার পর BAOBAB একত্রে উভয় সংগঠন কার্যক্রম চালনার পরামর্শ দেন। এভাবে আমরা একই প্রকল্প নিয়ে নারীর অধিকার মুখ্য করে জাতীয় ভাবে কাজ করতে সম্মত হই। একটা অনষ্ঠানের এক বছর পূর্বে আমাদের প্রথম যৌথ পরিকল্পনা বৈঠক হয় ২০০০ সালের ২ মে সবচেয়ে জরুরী কাজ ছিল তহবিল সংগ্রহ। আমরা উভয় সংগঠনের নামে প্রস্তাব পত্র পাঠালাম। আমরা অন্যান্য সকল বিষয় যেমন, অবস্থান, বৈষয়িক সহায়তা সাক্ষ্য প্রদানকারী এবং বিজ্ঞ বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ আলোাচনা শুরু করি।

আমাদের সম্পদ সংগ্রহ :

আমরা উভয় সংগঠন একমত হই যে, আমাদের প্রকল্পের জন্য ৩৫,০০০ হাজার ইউ,এস,ডলার প্রয়োজন। সুতরাং আমরা পূর্ণ বা আংশিক পরিমান সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ পত্র পাঠাতে থাকি। কিন্তু, দূর্ভাগ্য ট্রাইবুনাল কার্যক্রম (বিশেষ আদালত) শুরুর পূর্বে, কোন তহবিল জোগাড় হল না। কয়েকটি তাদা সংস্থার নিকট হতে অর্থায়নের সংকেত পাওয়ার পর BAOBAB নিজ তহবিল হতে প্রকল্পের ব্যয় নির্বাহের সিদ্ধান্ত লয়। আমরা অন্য নারী মানবাধিকার গ্রুপ, মূল ধারার মানবাধিকার সংগঠন এবং ব্যক্তিগণের প্রতি তামাসায়

ট্রাইবুনাল (বিশেষ আদালত) সহ সংগঠক বা সহযোগী উদ্যোক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করি। একটি সংগঠন তাদের দ্বারা চিহ্নিত ও সভায় আসতে সাক্ষদানকারীদের সহায়তা দানের জন্য একটি সহ-উদ্যোক্তা হওয়ার সম্মত হয়। তেমনি ভাবে CIRRDOC

Participants and audience members

ও করে। এই বিশাল কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য আমরা আমাদের সংগঠনের এবং কর্মচারীদের দক্ষতা মূল্যায়ন করি। এমন নির্বাহী পরিচালক এবং আমাদের ষ্টাফের তিনজন সদস্য শুরু থেকেই পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বস্তুগত সাহায্য প্রাপ্তির বিষয়ে বিশেষ ভাবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রাথমিকভাবে BAOBAB প্রকল্পের সঙ্গে একই সঙ্গে কার্যক্রম পরিচালিত হয় কিন্তু পরবর্তীতে BAOBAB এর ১৪ জন কর্মচারী ট্রাইবুনালের কার্যক্রম সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সপ্তাহ অন্যান্য প্রকল্পের কার্যক্রম সাময়িকভাবে স্থগিত রাখেন। আমরা বিশ্বাস করি যে, এই সম্পদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং লোকবল খুবই প্রয়োজনীয় এবং সমখোপযোগী। আমরা এও শিখলাম সঠিক জীবন-কাহিনী সংগ্রহ করাটাই লোককে বুঝাবার জন্য প্রকৃষ্ট উপায়। ছোট সংগঠনের পক্ষে এ ধরনের কাজ করতে গেলে আগে ভাগে অর্থ সংগ্রহ করা উচিৎ অন্যথায় একই সঙ্গে নির্দ্ধারিত সূচী অনুযায়ী অন্য কাজ করতে তাদের কর্মচারী সক্ষম হবে না।

আমাদের সহযোগি নিরুপন প্রসঙ্গঃ

জাতীয় ভিত্তিক প্রকল্প পরিচালনার জন্য আমরা এই কর্মকান্ডে সাধারণ জনগণ, প্রচার মাধ্যমে; কর্মরত ব্যক্তি, অন্য গ্রুপ ও সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে। অনেকে আমাদের সঙ্গে সমৃদ্ধ সাক্ষ্য প্রদানকারী সংগ্রহে সহায়তা করেন যা আমাদের বিবেচনায় খুবই দূরহ কাজ। প্রহসন মূলক এই বিশেষ আদালতের কার্য্যক্রম পর্যবেক্ষনের জন্য আমরা নাইজেরীয়াস্থ বিভিন্ন সরকার, জাতী সংঘের দাতার দূতাবাস সমূহ ও সরকারের মন্ত্রীবর্গ সহ সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় নেতা, বিদ্যালয়, দাতা সংস্থা অন্যান্য বে-সরকারী সংস্থাও ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানাই।

বিচারকদের প্যানেল নির্বাচনঃ

এই প্রহসন মূলক ট্রাইবুনালের (বিশেষ আদালতের বিজ্ঞ বিচারকদের আমরা তাদের খ্যাতি ও নারীদের মানবাধিকার বিষয়ে তাদের উদ্বেগের বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক নির্বাচন করে, আমরা যে সমস্ত বিজ্ঞ বিচারক BAOBAB ও CIRDDOC পরিচালিত প্রশিক্ষন ও কর্মশালার অংশ গ্রহণ করেছেন বা দুটো সংগঠনের কর্মকান্ড সর্ম্পকে ধারনা আছে তাদের বিবেচনায় আছে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রন পত্রের সঙ্গে আমরা এই ট্রাইবুনাল এবং দুটো সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করি। আমন্ত্রিত বিজ্ঞ বিচারককে আমরা ই-মেইল, ফোন ও ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ করে অংশ গ্রহণের জন্য তাদের সম্প্রতি আদায় করি।

- অধূনা অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি কারিবী হোয়াইট, সুপ্রীম কোর্ট জাষ্টিস এবং ও ঘার্ন্ড কোর্ট জজ।
- মিসেস মারিয়াম উয়াইস, বিশেষ প্রতিবেদক শিশু অধিকার, জাতীয়, মানবাধিকার কমিশন।
- বিচারপতি ফাতিমা কাওয়াকু-সদস্য, CEADAW কমিটি।
- রাষ্ট্রদূত জুডিথ আত্তা-ইথিওজিঘায় নাইজেরীয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত।
- ব্যারিষ্টার এ.বি মাহমুদ নাইজেরীয়ার সিনিয়র এ্যাডভোকেট এবং কালো স্টেটের এটর্নি জেনারেল।

সাক্ষ্য প্রদানকারী নির্বাচন ও সাক্ষ্য পত্র তৈরী :

সাক্ষ্যদানকারী খুঁজে পাওয়া এর ট্রাইবুনালে সাক্ষ্যদান করার জন্য তাদের রাজী করানো অনেক চ্যালেঞ্জের বিষয়। শুধু মাত্র BAOBAB ও CIRDDOC এর যৌথ প্রচেষ্টা নহে বরঞ্চ দেশের বাহীর অন্যান্য সহযোগী সংস্থা ও গ্রুপের সমন্বিত প্রয়াস আবশ্যক এটা উৎসাহ প্রদান ও পরামর্শদান প্রক্রিয়ার সঙ্গে অনুসন্ধান কর্মও সংযুক্ত।

অনেক মহিলাকে তাদের ধর্মীয়ও সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার মুখোমুখি হয়ে প্রকাশ্যেই তাদের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য উৎসাহিত করতে হবে। অনেকে ভবিষৎতে

NEWTactics in Human Rights

নির্যাতনের শিকার হওয়ার ভয় পান, এবং তাদের পরিচয় গোপন রাখতে চান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রদানের পর তাদের সম্প্রদায় তাকে গ্রহণ করবে কি'না এই ভয়ে ভীত হন, আমরা তাদের পূর্ণ নিরাপত্তার আশ্বাস প্রদান করি এমনকি ছদ্ম নাম ব্যবহার, বোরখা পরিধান ও রেকর্ডকৃত সাক্ষ্য গ্রহণের সুযোগ দেই। তিন জন মহিলা তাদের লিখিত ভাবে পাঠায় এবং তাদের তরফ হতে তা প্রকাশ্য পাঠ করার জন্য বলে, আমরা অন্য মুখমন্ডল এবং অবয়ব লুকিয়ে রেখে সাক্ষ্য রেকর্ড করি।

৩৩ জন সাক্ষ্য প্রদান কারীর ভিন্ন ভিন্ন বয়সের, দেশের বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ও শ্রেণী পটভূমির ছিল। ট্রাইবুনাল অনুষ্ঠানের দুই দিন পূর্বে তাদের আবুজাতে আসতে বলা হয় তাদের BAOBAB ও CIRDDOC এর সদস্যসহ সহযোগি সংস্থার সদস্যগণ তাদের সাক্ষ্য প্রস্তুত করনে সহযোগিতা করেন। ট্রাইবুনাল অনুষ্ঠানের পূর্বের দিন প্রত্যেককের জন্য নির্বাচিত সমর্থক দ্বারা তার সাক্ষ্য পূণ শোনানো হয়। অনুষ্ঠানের পূর্বে অনেক ব্যক্তি ও দল সাক্ষ্য দানকারীদের পরামর্শদান আবুজায় আর্থিক সহায়তা ও আইন সহায়তা ও করেন। আবুজায় পরামর্শক হিসেবে সাহায্য করার লোক পাওয়া দুস্কর। অনেক লোক যারা আমাদের সমর্থক তাদের মধ্যে বিরোধ বাঁধে সাক্ষ্যদানকারীদের সাহায্যের অগ্রাধিকার নিয়ে।

প্রচার মাধ্যমের জন্য কর্মশালা :

বিজ্ঞ বিচারক প্রদত্ত সম্মান ও বিশ্বাসযোগ্যতার ভিত্তিতে সাক্ষ্যদানকারীদের নাটকীয় কাহিনী, যা তাদের সংবাদপত্র সেবীদের নিকট আকর্ষনীয় ও গুরুত্ব পূর্ণ করে তোলে।

নকল ট্রাইবুনালের জন্য বিষয়টির উপর জনগণের দৃষ্টি আকর্ষনের প্রশ্নটী যথাযথভাবে বিবেচনা করতি হবে। যেমন: আকর্ষনীয় করা তেমনি সংবাদ সেবীদের প্রস্তুততি উভয়টি প্রয়োজন। আমরা এ জন্য কৌশল প্রণয়ন করি। আমরা এ জন্য সাংবাদিকদের নিয়ে ২টি কর্মশালার আয়োজন করি। একটি ৪দিন পূর্বে এবং অন্যটি ট্রাইবুনালের ১দিন পূর্বে।

প্রথম কর্মশালাটি BAOBAB এবং CIRDDOC এর যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত হয়। BAOBAB তে

যোগদানের পূর্বে একজন ষ্টাফ সদস্য সার্বক্ষনিক সাংবাদিকতা করতেন অন্যজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হিসেবে গণ মাধ্যম বিষয়ে গবেষনা এবং শিক্ষাদান কোর্স সম্পন্ন করেন, তিনি নাইজেরীয়ায় গণ মাধ্যমে কর্মরত

সহ-সংগঠকবৃন্দ : ন্যাশনাল হিউম্যান রাইট্স কমিউনিকেশন (আবুজা), আফ্রিকান সেন্টার ফর ডেমক্রেসি এন্ড গভার্নেন্স (আবুজা) ইন্টারন্যাশনাল হউিম্যান রাইট্স 'ল' গ্রুপ (আবুজা), ওম্যানস্ এইড ক্যালেকটিভ (ইনুগু), প্রোজেক্ট এ্যালার্ট অন ভাওলেন্স এ্যাগেনেস্ট ওম্যান (ল্যাগোচ), ওম্যানস্ রাইট এন্ড অল্টার্নেটিভ প্রোটেকশন এজেন্সি (আবুজা)।

সহ-উদ্যোগবৃন্দ : সিভিল লাইবারটিস্ অরগানাইজেশন (ল্যাগোচ), সেন্টার অন ওম্যান এন্ড এ্যাডলোসেন্ট, (ইওলো), লিগ্যাল ডিফেন্স এন্ড এ্যাডভোকেসী প্রোজেক্ট, (ল্যাগোচ), গ্রাচুয়েট হেলথ্ অর্গানাইজেশন অফ নাইজেরিয়া (কানো)। ইন্টারন্যাশনাল ওম্যানস্ কমিউনিক্যাশন সেন্টার (ইলোরিন), ফিডারেশন অফ অগোনি ওমেনস্ এ্যাশোসিয়েশন (পোর্ট হারকোর্ট)।

সমর্থকবৃন্দ : হামিদ মোহাম্মদ (ডামাটুরু), সেডি অডিনকালু, (লন্ডন), এমিসি র‍্যানসাম-কুটি (ল্যাগোচ), আমিনা মোহাম্মদ (ক্যানো), রাবি বলয় (দি হ্যাগু), ইন্টারজেন্ডার (জোস)। এ্যালায়েন্স ফর আফ্রিকা (লন্ডন), জাজ ৩৮ (ল্যাগোচ), WEEMA এ্যাকশন (ল্যাগোচ), সেন্টার

নারীদের সংগঠন প্রতিষ্ঠার সুশাসন ও গণতন্ত্র বিষয়ক আফ্রিকা সহ প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন। দ্বিতীয় কর্মশালাটি একটি কেন্দ্র দ্বারা যা ট্রাইবুনাল সংগঠনের কাজ করে।

এই কর্মশালার মাধ্যমে সাংবাদিক ও উদ্যোগতাদের মধ্যে ট্রাইবুনাল বিষয়ে অন্তদৃষ্টি উম্মেচিত হয় এবং বেশ আনন্দদায়ক ও বিস্ময়কর বিষয়ের অবতারনা ঘটে। সাংবাদিকদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে সহিংসা কি? সত্যিকারভাবে নারীদের প্রতি কি ভিন্নতর সহিংসা প্রদর্শিত হয়? পরে তারা নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে নিয়মিত লেখা শুরু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন এবং নাইজেরীয় জনগনের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করে বিষয়টি সর্বশেষ গুরুত্ব সহকারে ভিন্নতর দৃষ্টিতে দেখবার প্রচেষ্টা চালান।

এই গণ মাধ্যম বিষয়ক কর্মশালায় আলোকিত বিষয়াবলী

- নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে প্রচার মাধ্যমের ভূমিকা।
- প্রচার মাধ্যমে পরিবেশিত নারীর প্রতি সংিসতার একটা মুল্যায়ন।
- নকল ট্রাইবুনালের উদ্দেশ্য, লক্ষ এবং প্রত্যাশিত ফলাফল।

গতাগতিক বক্তব্য প্রদান ছাড়াও এই কর্মশালায় অংশ গ্রহণকারী সংগঠক ও সাংবাদিকদের উত্থাপিত আলোচ্য বিষয়ে তাদের মধ্যে ঝড় তোলা আলোচনা হয়। আমরা সাক্ষ্য প্রদানকারীদের অগ্রিম পরিচালিত কর্মশালার সংযুক্ত করতে বা ট্রাইবুনাল বিষয়ে পূর্বে ধারণা দিতে চাইনি।

আমাদের পরিকল্পনাকালে আমরা গৃহীত কর্মসূচী প্রতিপালনে যথাযথ দৃঢ় অবস্থান তেকে কর্মশালায় সাংবাদিকদের ভূমিকা এবং ট্রাইবুনাল তার প্রতিফলন ঘটাতে চেষ্টা করি। যখন সাংবাদিকগণ তাদের কাহিনী সংগ্রহ করতে পারেনি বা সংবাদ সংগ্রহের জন্য যখন তারা সচেষ্ট তখন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় নি। আমাদের আমন্ত্রণ পত্রে সময় সূচী উল্লেখ্য সহ আলোচ্য বিষয়ের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করা হয়। কর্মশালা সমূহে মুদ্রন ও কারিগরী মাধ্যমে সংবাদ ব্যাপক ভাবে সম্প্রচার করা হয় এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিও ছিল আশাব্যঞ্জক- এগুলো জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বহুল প্রচার লাভ করে ট্রাইবুনালে সুপ্রীম কোর্টের মাননীয় বিচার পতির উপস্থিতি ব্যাপক ভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

২০০১ সালের ১৪ মার্চে অনুষ্ঠিত সত্যিকার নকল ট্রাইবুনাল :

ট্রাইবুনালে কয়েকশত দর্শক, ৪৫ জন সাংবাদিক প্যানেলভুক্ত বিচারপতি, সাক্ষ্য প্রদানকারী, সমর্থসহ এবং এর কর্মচারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বিপুল সংখ্যক দর্শক ধারণক্ষম আবুজার শেরাটন হোটেল এবং টাওয়ার কেন্দ্র স্থান যেখানে সহজে যাতায়াত করা যায়, সে সম্পর্কেই ট্রাইবুনাল অনুষ্ঠিত হয়।

সহিংসতার শিকার নারীদের অংশ গ্রহণের জন্য আমরা তাদের ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত করি। ২ ঘন্টা স্থায়ী তিনটি অধিবেশনে তাদের উপস্থিতির ব্যাবস্থা করি প্রধান সঞ্চালন প্রতিটি অধিবেশনের আলোচনার বিষয় ও সাক্ষ্য প্রদানকারীদের পরিচিতিমূলক বক্তব্য দেন। এবং প্রতিটি অধিবেশনের মধ্যে স্বল্পকালের বিরতি থাকে। উপস্থিত দর্শক, সাংবাদিক এবং বিচারপতিদের সাক্ষ্য প্রদানকারীদের প্রশ্ন করার জন্য অনুমতি প্রদান করা হয় না। প্রতিটি ভিন্ন ধরনের নির্যাতনের বিষয়ে মাবাধিকার কর্মীগণ সংক্ষিপ্ত ধারা বিবরণী দেন যার মাধ্যমে তাদের ব্যক্তিগত জীবনের তথ্য জানা যায়। প্রতিটি াধিবেশনের পর অভিমত পেশের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়।

সহজে এই অধিবেশন শোনার ব্যবস্থা নাই। নারীদের এমন ভাবে নির্যাতন করা হয় যে তাকে হাসপাতালে রাখতে হয় এমনি একজন অত্যাচারের ফলে তার চক্ষু হারান। এখানে তরুনীদের কি ভাবে স্কুলে যাওয়ার পথে প্রলুখ করে যৌন দাসত্বে পরিণত করা হয়। অবাধ্যতার কারণে একজন স্ত্রীকে তার স্বামীর নির্দয় প্রাহারে প্রাণ হারাতে হয়। একজন সাক্ষ্য প্রদানকারীর সমর্থক জানান কি ভাবে সেনা সদস্য, পুলিশ অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে নারীদের ধরে নিয়ে নির্যাতন করে তারা বন্দী করে, ধর্ষন করে শারিরীক নির্যাতনের ফলে তাদের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে।

অধিবেশন শেষে ৪৫ মিনিট ধরে কোম্পানীয় ভাবে বিজ্ঞ বিচারক গণ আলোচনা করেন পরে তারা উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে তাদের সুপারিশ নামা করে শোনানো হয়।

ট্রাইবুনাল অনুষ্ঠানের পূর্বে সংবাদ পত্রে পরিবেশিত খবরের উদ্ধৃতাংশ

শিরোনাম : নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে ট্রাইবুনালে শুনানী।

অত্যাচারিতা বাক্যহীনা নারীদের মুখ খুলে কথা বলার সুযোগ দানের সুব্যবস্থা করা ছাড়াও তদের আইন সহায়তা ও পরামর্শ দানের বিষয়টি ট্রাইবুনালের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। নাইজরীয় সরকার ও জন সম্প্রদায়ের সচেতনতা শানিত করার পাশাপাশি CEDAW সহ বেজিং মসতে ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে- অনুস্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে তাদের দায়িত্ববোধ ও জবাব দিহিত বিষয়ে াধিকতর যত্নবান হতে সাহায্য করে।

"সকল ধর্ম, বয়স ও আর্থ-সামাজিক পটভূমি নির্বিশেষে নারীগন সাক্ষ্য দেবেন এ প্রত্যাশা করা হয়।..."
দি ভ্যানগার্ড, ৮ মার্চ, ২০০১

এই ট্রাইবুনালে বিভিন্ন ধরনের লিঙ্গ বৈষম্য ও সহিংসতা, যা নাইজেরীয়ায় নারী সম্প্রদায়ের জীবন, মর্যাদা, নিরাপত্তা ও শান্তি ভোগের অধিকার লঙ্ঘন করে সে বিষয়ে সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হবে।

নির্যাতন ভোগীদের মধ্যে অদ্যাবধি যারা জীবিত তাদের সাক্ষ্য সংগ্রহের মাধ্যমে নাইজেরীয়ায় সংঘটিত নারীর প্রতি সহিংসা নিপীড়ন যা জাতীয় ভাবে ভয়াবহ মমার্ন্তিক সেসকল বিষয়ে অত্র ট্রাইবুনাল যথেষ্ট ভূমিকা রাখবে।

NEWTactics in Human Rights

অধিবেশনের আলোচ্য অধিবেশন-এক :
পরিবারে বা গৃহে নারীর প্রতি সহিংসতা, গৃহ অভ্যন্তরে সংঘটিত নির্যাতন, বাল্য বিবাহ, বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রদান, যৌনাঙ্গে অবু চালনা, বিধবাদের অত্যাচার, স্বত্তাধিকারির অপপ্রয়োগ।

২য় অধিবেশন :
সাধারণ জনগন কতৃক নারীর প্রতিসহিংসতা (সুশীল সমাজে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কতৃক)। মুত্রনালী ও যৌনদ্বার/মসনালী ও কোন্দরের মত যৌন হয়রানি, পোষাকী হয়রানি, ধর্ষন, যৌন নিপীড়ন, প্রহার, এসিড আক্রমন, অপহরণ।

৩য় অধিবেশন :
আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও রাষ্ট্র কতৃক নারী নির্যাতন, প্রহার, ধর্ষণ, যৌন পীড়ন, হয়রানি এবং এই ধরনের অনেক কিছু নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে অভিযোগ দানকালে পুলিশের আচরণ।

আশু প্রতিক্রিয়া :
এই ট্রাইবুনালের মাধ্যমে সকল উপস্থিত শ্রোতা, বিজ্ঞ বিচারক, সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, এবং সাক্ষ্য প্রদানকারী সবার মনে প্রচন্ড রেখাপতি করে। সাক্ষ্য বিষয় যতই ভয়ঙ্কর ও লোমহর্ষক হোক, প্রত্যেক লোকের মনে এমনকি অত্যাচার ভোগীদের মাঝেও এ অষস্থার পরিবর্তনের ইতিবচাক দৃষ্টি ভঙ্গী ও গভীর প্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছে।

- আধুনিক জীবন ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের আইনী বিষয়টি গরুত্ব সহকারে বিবেচেনা করা।
- জোর পূর্বক বাল্য বিবাহ দেওয়ার আয়োজনের হাত থেকে এসে যুক্ত হয়ে একজন কিশোরী বলছে, আমি ভবিষৎতে আইনজীবি হতে চাই- কেননা আমি এই সহিংসার শিকার নী, যারা আমার মতো ভাগ্য বরন করতে পারে তাদের অধিকার রক্ষার জন্য আমাদের দৃঢ় ভূমিকা পালন করতে হবে।
- সাক্ষ্যদানকারী যৌন হওরানির শিকার, বিদ্যালয়ে আমি সাধ্য মতো কাজ করছি, যেন বিশ্ব বিদ্যালয় ব্যবস্থায় এ অমানবিক বিধান বিরতীতে বন্দ হয়।

এই সাক্ষ্য প্রদান ব্যবস্থা নারী নির্যাতনে নাইজেরীয়ার অপর হাজতের সদস্য সিনেটর খয়রাত গোয়াদাবে বলেন, যদিও তোমরা এখানে আমাদের সম্মুখে আছো, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তোমরা গোটা জাতির সামনে দন্ডায়মান। সমস্ত আন্তর্জাতিক সমাজ তোমাদের উপর সংঘটিত সহিংসতা ও নির্যাতনের সমভাগিতা কামনা করে। আমি চাই, এই ট্রাইবুনালে আগামী বছরে প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হোক। এর প্রয়োজন শেষ হয় নি। নাইজেরীয় বাসী দেখুক, পর্দার অন্ধ প্রকোষ্টের বিষয়ে জনসমাজের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছে। একজন শীখ স্থানীয় সঞ্চালক বলেন, এই মূহুর্তে নাইজেরীয়ার সমস্ত নারীদের ঐক্য বদ্ধ হয়ে দাড়াতে হবে। এই বাধা দূর করার জন্য উঠে পড়ে লাগতে হবে। অপর জনের অভিমত, সরকারকে এমন আচরণ বিধি প্রণয়ন করতে হবে যেন এই অপরাধ সংঘটনকারী প্রকাশ্যে কফোর ভাবে দন্ডিত হয়। নাইজেরীয়ার সন্ত্রাস ডাকতে ও অন্যান্য অপরাধীদের যেভাবে বিচার করা হয় নারীর প্রতি নির্যাতন কারীদের সমভাবে দেখা উচিৎ। ক্ষতিগ্রস্থদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরন দানের মাধ্যমে রাষ্ট্র তার বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে।

কতিপয় আইন সভার সদস্য তাদের প্রভাব প্রতিপত্তি খাটিয়ে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইন প্রণয়নের জন্য প্রকাশ্যে জনসংযোগ রোধ না দেন।

মাননীয় ডরকাস অডুজিনরিন এ বিষয়ে বিল প্রণয়নের কাজ শুরু করেছেন এবং মাননীয় জেনেট এডিয়েমী নারীর জন কেন্দ্রীয় কর্তন বিষয়ক একটা উত্থাপনের উদ্যোগ নেন। আইকার অধিপরামর্শ কোয়ালিশন, ট্রাইবুনালের পর নারীর সহিংসতা বিষয়ে, জাতীয় বিল উত্থাপরে বিষয় কাজ শুরু করেন তখন BAOBAO সহ অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠান (এন.জি.ও) সমূহ একত্রে জাতীয় সংসদে যান এবং ঐ সকল আইন সভার সম্মানিত সদস্যগণ জোর সমর্থন দান করেন।

Some women chose to hide their identities while testifying. This woman covered herself completely.

প্রচার মাধ্যমের ফলাফল :
নিজদের উত্থাপিত বিষয় ও ট্রাইবুনালের কার্যক্রম বিষয়ে ৪৫ জন সাংবাদিককে ভূমিকা ব্যাপক গণ সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এমনকি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় মানুষ যে অনিষ্ট সাধন করে এই শিরোনামে।

- "নাইজেরীয় বামীর প্রতি সহিংসতা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অন্যতম উদাহরণ বিশেষ।"
- " বিভিন্ন দলের নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে সর্তক বাণী উচ্চারণ।"
- " ধ্বংস যজ্ঞের শিকার"।
- "নারীর প্রতি সহিংসতা ট্রাইবুনালে বিষয়ে চলমান কাহিনী"।

একজন সাংবাদিক লেখেন, সাক্ষ্য প্রদানে যে স্বীকৃতি মিলে তা দাঁতের নরকের নির্দয় কাহিনীর চেয়ে ভয়াবহ। শারিরীক। মানসিকভাবে চির পঙ্গুত্ব বরণ করে অত্যাচার ভোগীদের জীবন কাটাতে হয়েছে।

পরবর্তী কার্যক্রম :
ট্রাইবুনালের কার্যক্রম সুষ্ঠ ভাবে সম্পন্ন হওয়ার জন্য যাদের সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা পাওয়া গেছে বা এর কার্যক্রম বিস্তারের জন্য পরিকল্পনার পূণবিন্যাসের যারা জন্য উৎসাহিত আছেন সচারাই ভূমিকা প্রশংসাই। অনেক ঘটনাই ঘটেছে যা বহমাত্রিক কর্মকান্ডে সার্থন ইন্ধন জুগিয়েছে।

- অধিকতর অধিপরামর্শের জন্য ট্রাইবুনালের ভিডিও টেপ ব্যবহার।
- লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত ১৬ দিসব ব্যাপী কর্ম কান্ডে ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের অধিপরামর্শের জন্য অন্যতম উপায়ন হিসেবে এটা ব্যবহার করা হয়।

উত্তর পূর্ব নাইজেরীয়ায় মধ্যস্থত আদাম মাওয়া রাজ্যে বিজ্ঞ বিচারক ও পুলিশদের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য বিষয়ে সচেতনাবৃদ্ধি মূলক কর্মসূচীতে আমরা এ গুলো ব্যবহার করেছি। সংবাদ পত্রে প্রকাশিত নারী বিদ্বেষ বা লিঙ্গ বৈষম্য/নির্যাতনের বিষয়ে ব্যাপক অনিয়ম আইশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহানুভূতিহীনতা বিষয়ে প্রতিবেদন তার আলোকে বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলী ও পুলিশ বাহিনীর ধারণা বদনাবার লক্ষ্যেই আমাদের সকল প্রয়াস নিবদ্ধ করি।

বিচার গবেষণা এবং প্রতিবেদন :
BAOBAB কে নাইজেরিয়ার নারীর ন্যায় বিচারে অধিগম্যতা বৃদ্ধির জন্য বৃটীশ আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (DFID)একটা প্রতিবেদন তৈরীর জন্য অনুরোধ করে।

ধ্বংসযজ্ঞের শিকার

নাইজেরীয়ার বিভিন্ন স্থান হতে আবুজায় সমবেত মহিলাগণ তাদের সংঘটিত বীভৎস্য অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন সেইন্তডুয়েলার রিপোর্টে প্রকাশ্যে ২০০১ সালের ১৪ মার্চ আবুজার সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ছিল। ঐ দিনে ইচ্ছাকৃত ভাবে তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া আঘাত, বেদনা, অসম্মান, মৃত্যু ও গঞ্জনার কাহিনী তারা বিবৃত করেন। এই সাক্ষ্য কাহিনী কোন আইনসিদ্ধ আদমত বা সরকার পরিচালিত তদন্ত কমিটি ও নিকট প্রদান করে নাই। এটা বেসরকারী ভাবে গঠিত একটা ট্রাইবুনাল (বিশেষ আদালতের সামনে পেশ করা হয়)।

বিচারপতি টুকুউদীফার মানবাধিকার লখন বিঘরক কর্মশনের নিকট এর করনীয় কিছু নাই। কিন্তু অপুটা কমিশনের বেদনাহত অবস্থায় সঙ্গে এর নিছক মিস খুঁজে পাওয়া যায়। ট্রাইবুনালের নিকট পেশকৃত কাহিনী অপুটা কমিশন প্রয়োজনে সংগ্রহ করেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে সকল কাহিনী শ্রোতাদের বেদনাশ্রু ঝরার। এটা আবেগ বিহবল এক মর্মস্পর্শী ঘটনা মাত্র।

টেম্পো, ২৯ মার্চ-২০০১ সাল।

মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক তদন্ত প্যানেলের প্রতিবেদনঃ

(অপুটাপ্যানেল) ১৯৬৬ সালের ১৫ই জানুয়ারী ২০০৩, ১৯৯৯ সালের ২৬ মে সময়কালে BAOBAB কে নারী মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার দায়ীত্বপূর্ণ করা হয়। এই তদন্ত প্যানেলকে ১৯৯৯ সালে নারী ক্ষমতাসীন (বেসামরিক সরকার) নির্যাতনের কারণ নিরুপন, অপরাধের প্রকৃতি নির্দ্ধায় এবং নাইজেরিয়ার মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপকতা বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ প্রতিবেদন পেশের অনুরোধ করে।

আইনসভার অধিপরামর্শ কোয়ালিশন :
নাইজেরীয়ার অনেক বেসরকারী সংস্থায় সমন্বয়ে গঠিত উক্ত কোয়ালিশনের BAOBAB একজন সম্মানিত সদস্য। এই কোয়ালিশন নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধ কল্পে জাতীয় বিল প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। আশা করা যায় এই বিল যখন আইনে পরিণত হবে তখনই নারী মানবাধিকার বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটা শক্তিশালী আইনগত পটভূমি তৈরী হবে। যার মাধ্যমে নারী অধিকার বিষয়ে অধিপরামর্শ গ্রহণ অধিকার উন্নয়ন ও সুরক্ষায় পথ সুগম হবে।

নারী সহিংসতার বিরুদ্ধে কোয়ালিশন :
নারী অধিকার অর্জনকে মূল্য করে BAOBAB দ্বারা সূচিত ১২টি নাইজেরীয় বেসরকারী সংস্থায় সমন্বয়ে এই কোয়ালিশন গঠিত।

এই কোয়ালিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য সংগঠন সমূহের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য সম্পদ সংগ্রহ করা যাতে তারা নারী সহিংসতা বিষয়টি গ্রহণযোগ্য ভাবে তুলে ধরতে পারে।

NEWTactics in Human Rights

নেতৃত্বের প্রশিক্ষন :

দরিদ্র গ্রামীন বিপুল সংখ্যক নারীদের সংগঠিত করে তাদের ক্ষমতায়নের লক্ষে, BAOBAB বেশ কয়েকটি নারী নেতৃত্ব প্রশিক্ষন কর্মশালা পরিচালনা করেছে। নারীদের শিক্ষনীয় অংশীদারিত্ব প্রশিক্ষন কর্মশালায় যা প্রণীত ম্যানুয়াল যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

ব্যক্তিগত মামলা :

ধর্ম নিরপেক্ষ আইনের আলোকে নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ক বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত মকদ্দমা BAOBAB পরিচালনা করেছে। বিশেষ করে পারিবারিক নির্যাতন, হুমকি প্রদান হতে শিশু অন্তরীন, ইত্যাদি সহ মুসলিম ধর্মীয় আইন শরীয়া এবং প্রথাগত আইনের আওতায় অত্যন্ত সাফল্যজনক ভাবে নারী মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা নিস্পত্তি করতে সমর্থ হয়েছে।

ট্রাইবুনালের দীর্ঘ স্থায়ী প্রভাব :

এই ট্রাইবুনালের মাধ্যমে সহিংসতার শিকার নারীগণ সমাজে খাতিমান ব্যক্তিদের নিকট তাদের কাহিনী শোনাবার অভিজ্ঞতার অংশীদার হওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছে যার জনসাধনের জন্য প্রণীত আচরন বিধিতে তার যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে।

বিশেষ করে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মনে নারী সহিংসতা রোধে কর্মরত বেসরকারী সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে সাধারণ জনগনের মধ্যে ভ্রান্ত ধারণা বহুলাংশে নিরসন হয়েছে।

এই ট্রাইবুনাল রাষ্ট্রীয়, পর্যায়ে নারী অধিকার সংরক্ষনের জন্য বিল প্রণয়নের জন্য আবশ্যক। অতি পরামর্শ কৌশল হিসেবে মূল্যবান নজীর সৃষ্টি করেছে। আইন প্রণেতাদের ট্রাইবুনালে উপস্থিতির মাধ্যমে এর গুরুত্ব বেড়েছে এবং এই লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলনের অংশীদার হওয়ার জন্য আইন সভার সদস্যগণ অবয়িত সুযোগ লাভ করেছেন। এই প্রহসন মূলক ট্রাইবুনালে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। অবশ্য এর প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্পর্কে এই মূহুর্তে আমাদের পক্ষ হতে কোন যথাযথ প্রতিবেদন তৈরী করি নি। BAOBAB ও অন্যান্য দল নারী সহিংসতার বিষয়ে কার্যকর প্রভাব নিরুপনের জন্য কাজ করছেন। নাইজেরীয়ার পুলিশী ব্যবস্থা সংস্কারের জন্য এমনি একটি নেট ওয়ার্ক গড়ে উঠেছে।

বাঁধা সমূহ :

উপরে উল্লেখিত হয়েছে যে, সঠিক সাক্ষ্যদানকারীকে খুঁজে পাওয়া দুস্কর। একটা ঘটনায় যেখানে কিছু বসতে নারাজ নির্বাক, নিশ্চুপ একটা গোষ্ঠী নিয়ে, কাজ করার সময়ে পরিকল্পনাকারীদের খুবই সতর্কতার সঙ্গে আনুসঙ্গিক বিষয় বিবেচনা করতে হয় যাতে তাদের সামনে আনতে ভীতিপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ কষ্টকর বিষয় না হয়। কি ফলাফল হবে বিবেচনা না করে আমরা সনাক্তকারীদের অসামান্য সাহসও নিয়ে কাজ করতে পরামর্শ

দেই

Women at the tribunal

।

দুটো সংগঠনের অবস্থান গত দূরত্ব অনেক সময় একটা বাধা হয়ে ওঠে। CIRDDOC পূর্ব নাইজেরিয়াস্থ ইনুগু ভিত্তিক একটি সংগঠন বা নাইজেরিয়ার প্রাক্তন রাজধানী লাগাম যেখানে এর কার্যালয়, যেখান হতে ঐ অফিস ৮ ঘন্টায় দূরত্ব। আমরা একবারই সাক্ষাতের সুযোগ পাই। বাকী কাজ নই-মেইন এবং ফোনের মাধ্যমে সম্পন্ন করি।

নাইজেরীয়য় যোগাযোগের অব কাঠাকামোগত অসুবিধা অনেক সময় উদ্দেশ্য সাধনে অকারণ দীর্ঘ সূত্রতা সৃষ্টি করে তা ব্যাহত। এগুলো বাদে আমাদের বড় বাধা তহবিল সংগ্রহের। সকল কাজে বেশ অর্থের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় আইনানুগ পন্থায় তহবিল সংগ্রহ করা ২য় কিন্তু কতক গুলো জরুরী কাজ, যেমন সাক্ষ্য দাতাদের ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদি ক্ষেত্রে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সহসা অর্থ জোগাড় করা কঠিন হয়। যার ফলে কাজটি ততবেশী গুরুত্ব সহকারে সম্পন্ন করা পায় না।

কৌশল প্রয়োগ :

ট্রাইবুনাল বলতে উচ্চ ক্ষমতাপন্ন জনগনের দ্বারা পরিচালিত অনুসন্ধান নির্ভর কার্য যা বে-আইনী ভাবে সংঘটিত, ব্যাপক ভাবে প্রমার লাভ করা একটি সমস্যা নিয়ে কাজ করে। প্রহসন কথায় বোঘায় এ কাজে পর্যাপ্ত সরকারী বা গণ সমর্থন নাই যে কারণে আইন সম্মত ভাবে আনুষ্ঠানিক ট্রাইবুনাল পরিচালনা করা সম্ভব নহে। তথাপি প্রহসন ট্রাইবুনালের মাধ্যমে খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব, গণ মাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমানাদি সংগ্রহ করে সমস্যায় ভয়াবহতা সম্পর্কে

সচেতন করা সম্ভব। ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থা নির্দ্ধারনের জন্য জন সমর্থন লাভের ও সুযোগ হয় এই কৌশল বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা সম্ভব। সমাজে বৈষম্য মূলক আচরনের বিরুদ্ধে কথা বলা তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার কোন অনুকূল পরিবেশ নাই। অত্যাচারের শিকার যারা তারা বরাবরই অত্যাচারিত হওয়ায় দায়িত্ব বহন করে। অপরকে এটা যে কিছুই না তাই শেখানো হয়। শিশু পুত্র, সক্ষম লোকদের আড্ডা করতে শেখানো হয়। আর তারা শেখে দাসত্ববরন একটা মামুলী ব্যাপা। এইচ, আই, ভি এইডস রোগীদের তাদের অবস্থার জন্য দোষারোপ করা হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি সত্ত্বায়/অন্তজ জনগোষ্ঠীকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে শিক্ষার সুযোগ হতে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। বলা হয় ওরা কম বুদ্ধির এবং স্কুলে পড়াশোনার যোগ্য নয়। এই নীরব, কথা বলতে অনিচ্ছুক, অনভ্যস্ত সম্প্রদায়কে দেশজ মানবাধিকার হতে রঞ্চিত রাখা হয়। এরা বরাবরই অভিজাত শ্রেণীর দ্বারা শোষিত। সমস্ত মানবাধিকার আইন, প্রচার মাধ্যম ঐ সম্প্রদায় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। সরকারী দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করে ও জনগণকে সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার জন্য উদ্যোগী কর্মীদের সৃজনশীল প্রয়াস আবশ্যক।

This woman chose to cover her eyes while testifying

নকল-ট্রাইবুনালের মাধ্যমে প্রাণ সংস্থার এইচ, আই, ভি, এইডস বিষয়টি তোলা যায়। এই ভূক্ত ভোগীগণ এইচ, আই, এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ায় করুন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেন। এর ব্যাপক প্রসার রোধে কৌশল উদ্ভাবন আবশ্যক। অবস্থার উন্নতি সাধনের জন্য গণ সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনমত গঠন করা অপরিহার্য্য।

এই কৌশল অবলম্বনের পূর্বে নিম্মোক্ত বিষয় গুলো বিশেষ ভাবে বিবেচনায় আসতে হবে।

- সময় এবং সম্পদের যথাযথ বিনিয়োগ করে এই কৌশলের সফলতা আনয়ন কি যথেষ্ট?
- এটা কি বিপুল জনগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে সক্ষম?
- এতে কি প্রচার মাধ্যমের সহযোগিতা মিলবে?
- ফলপ্রসু ভবিষ্যৎ প্রচারনার জন্য কি কোন সফল ঘটনা এর পটভূমি রচনা করতে সাহায্য করবে?

আশা করি আপনার নিজের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিশ্লেষনের জন্য আমাদের অবলম্বিত প্রতিটি কৌশলের প্রতিফলন ঘটবে। ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি কতৃক স্বেচ্ছায় সাক্ষ্য দানের অভিস্প্রায় :

যে সমস্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সাক্ষ্যদান করতে চান তাদের প্রভূত শিক্ষায় ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার পূর্ব দক্ষতা থাকা চাই। যার ফলে ক্ষতি গ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে তার উপর ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয়েছে, সে ক্ষতিগ্রস্ত তার উপর অপরাধ করা হয়েছে যে ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কিছু করার বাধ্যবাধকতা আছে। তখন তারা যথেষ্ট পরিমান ধারনা লাভ করবে যে, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যারা নিজের অবস্থা প্রকাশে লজ্জা পায় তাদের উপর অধিকার জন্মেছে এবং সাক্ষ্যদানের জন্য তাদের ক্ষমতা সৃষ্টি হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সফলকে সাক্ষ্য দানের পরিণতি হিসেবে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। অনেক ছদ্ম নাম ব্যবহার করে সাক্ষ্য দানের সিদ্ধান্তকে ভীতের চোখে দেখে। অন্য ক্ষেত্রে নিরাপত্তার ঝুঁকি সব চেয়ে বেশী বিবেচিত হয়। আপনার ক্ষমতায়নের সকল প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিতে পারে সাক্ষ্য দানকারী বিরুদ্ধে যদি প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা লওয়া হয়। সেই সঙ্গে অপরের মনে সত্য প্রকাশের পরিণতি চরম ভীতির উদ্রেক করবে।

যদি আপনি যথেষ্ট মাত্রায় নিরাপত্তার নিশ্চিত করতে পারেন তবে তখনই দায়িত্ব নিয়ে তাদের এ কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারবেন। নির্যাতনের গতির তীব্রতায় সত্য কথা প্রকাশে সহজাত অনীহা সৃষ্টি হয় যদি নিরাপত্তা ব্যবস্থা দৃশত: নামমাত্র হয় তখন অবস্থা আরও সংকটাপন্ন হয়।

সাংগঠনিক দক্ষতা :

প্রহসন মূলক ট্রাইবুনাল সত্যিকার অর্থে একটি জটীল প্রয়াসেয়ই নামান্তর। এর জন্য যথাযথ সাংগঠনিক দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্য সহকর্মী অত্যাবশ্যক। যখন আপনি নিশ্চিত হবেন যে, প্রতিটি কর্ম সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদানের জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সম্পদ ও দক্ষ লোকবল আছে তখনই আপনার পক্ষে সম্ভব বিচারকদের খুঁজে বের করার কৌশল প্রচার মাধ্যমের সংযুক্ত ব্যক্তিদের আকৃষ্ট করা এবং সাক্ষ্য প্রদানককারীদের উৎসাহ প্রদানে সতর্কতা মূলক পদক্ষেপ গ্রহনের। যেহেতু এর লক্ষ্য বিশাল ও ব্যাপক সেকারণে সহায়ক সম্পদ সংগ্রহে দায়িত্বশীল প্রতিশ্রুতি অপরিহার্য্য।

বিজ্ঞ বিচারক মন্ডলীর প্যানেল নির্বাচন :

আপনার সংগঠন কি যথেষ্ট মাত্রায় উচ্চ পর্যায়ের জাতীয়ভাবে মর্যাদাশীল ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারপতি প্যানেল নির্বাচন করতে সক্ষম? খ্যাতিমান সুপরিচিত

This young woman chose to speak without disguising her identity

ব্যক্তি নির্বাচন করবেন যাদের সংবাদ মাধ্যমে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গ সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। যাদের বরেন্য আস্থা ভাজন তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে খাতে তাদের বক্তব্য ও সমাপনী সুপারিশ মালা ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়নে অনুঘটকের কাজ করতে পারে। আপনাকে ব্যক্তি নির্বাচন খুবই কৌশলী হতে হবে। কারণ, এমন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো যাবে না যারা এক দেশ দর্শী, পক্ষপাতদূষ্ট বা সহজেই সাংবাদিকদের আক্রমনের শিকার হতে পারে প্যানেল ভূক্ত বিচারকদের চুড়ান্ত সুপারিশমালা যাতে আপনার চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাই আপনার গৃহীত কার্যাবলী যথাযথ ভাবে অনুধাবণ করতে পারেন বা আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ বজায় রেখে কাজ করতে পারেন তাদোহ নির্বাচন করতে হবে। আপনার সহায়তার জন্য মাধ্যমে কেউ না সকলে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তিগন আপনার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত অপন্তক মনে হবে। আপনার সংগঠন সম্পর্কে তাদের সুস্পষ্ট ধারণা দান করতে হবে যাতে প্রয়োজনে আপনার সঙ্গে তার নাম যুক্ত করতে পারেন।

এই পর্যায়ে আপনার সফলতা বহুলাংশে নির্ভরশীল শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি যাদের বিচারক মনোনীত করতে আগ্রহী তাদের নিকট আপনার সংগঠনের ও সহযোগীদের দায়িত্ববোধ, বিশ্বাস যোগ্যতা ও আন্তরিক নিষ্ঠার উপর।

সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কাজ :

একটা বিশেষ ইস্যুর সম্পর্কে জনগণের নিরবতা ভঙ্গ করা আপনার লক্ষ্য। সে কারণে সংবাদ মাধ্যমের আপনার সম্পর্ক স্থাপন খুবই কষ্টসাধ্য। আপনার সংগঠনের বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস তুলে ধরে যেমন বিচার পতিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেছেন তেমনি প্রচার মাধ্যমের সুকৌশলে প্রচার করতে হবে। আপনার কার্যক্রমের বিশ্লেষন আলোচনার মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সংবাদ কর্মীদের বস্তুনিষ্ট লেখনীতে সহায়তা করতে পারে যার মাধ্যমে আপনার সঙ্গে মন্দা সম্পর্কে গড়ে উঠবে।

আপনি নিশ্চয়ই অবহিত যে, সাংবাদিকগন অনেক সময় প্রোপাগান্ডায় অসহায় শিকারে নিপাতিত হন। সেকারণে আপনার বিষয়টি যদি জনগণের নীরবতার কারণে লুক্কায়িত যাকে তা সাংবাদিকগণ জানবেন তা আশা করা যায় না আপনি শুরু মাত্র সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষনের জন্য নহে আপনার বিষয় বস্তু ও সাক্ষ্য দাতাদের উপকারে আসবে এমন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখুন।

আমরা শুরুমাত্র সংবাদ সেবীদের জন্য অগ্রিম কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি এর মধ্য দিয়ে তাদের ট্রাইবুনালের উত্থাপনযোগ্য ইস্যু সমূহ সম্পর্কে ধারণা প্রদান, এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অভিজ্ঞতা অর্জনের তারা সুযোগ গ্রহণ করেন। এ ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের সময় নির্ঘন্ট ও সাংবাদিকদের চাহিদা পূরনের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

অর্থায়ন :

এটা প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটা বাস্তব সম্মত বাজেট সহ পূণার্ঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী করতে হবে।

পরিকল্পিত কর্মকান্ডের শুরু পূর্ব হতেই অর্থায়নের জন্য আগে ভাগে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

যৌথ প্রয়াস :

আমাদের পরামর্শ হচ্ছে আপনি প্রহসন ট্রাইবুনালের কার্যক্রমে অন্য সংগঠনকে যুক্ত করার জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। এটা জাতীয় পর্যায়ের একটা উল্লেখ্য ঘটনা হবে সেকারণে লক্ষ্য হাসিলের জন্য ব্যাপক সমর্থন আবশ্যক। এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশ গ্রহণের জন্য বা এর অংশীদারিত্বের জন্য আপনি অপরাপর দলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হবেন। অনেক প্রতিষ্ঠানই আর্থ এবং মানব সম্পদের জোগান দিতে আগ্রহী হবে। উদাহরণ স্বরুপ BAOBAB এবং CIRDDOC প্রাথমিক

ভাবে সহ উদ্যোক্তা, সহ সংগঠক ও সমর্থককারী হবার জন্য ব্যাপক তথ্য বিনিময়ের উদ্যোগ নেয়।

এ ট্রাইবুনাল সফল করার জন্য এর প্রয়োজনে লাগে এমন পোষ্টার ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহের অনুরোধ জানায়। একটি যৌথ প্রয়াস সুফল বয়ে আনবে ও ভবিষ্যতে অতিরিক্ত অংশীদারীত্বের নিশ্চয়তা পাবে।

উপসংহার :

বৈচিত্রময় বিষয়ের সমাহার ঘটিয়ে প্রহসন ট্রাইবুনাল পরিচালনা করা কঠিন নয়। এই বিষয়ের মধ্যে এইচ, আই, ভি/এইডস্ শিশু সেনা, মানষিকভাবে পীড়িতদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ, বিকলাঙ্গ নারী ও দারিদ্র, লিঙ্গ বৈষম্য, পুরুষ শিশু পছন্দ, এমনি আরও অনেক কিছু। এই কৌশল অনেক দেশীয় সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যেই আছে। যেখানে মাননীয় বিচারক এবং সাক্ষ্যদাতাগণ থাকেনা এ ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের ফাঁক সুষ্টতার হয়। এ পহসন মূলক ট্রাইবুনারের অনুষ্ঠানের পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কেন সরকার নিজের উদ্যোগ ট্রাইবুনাল গঠন করে এ বিষয় গুলো নিস্পত্তি করে না। এ বিশাল কর্মকান্ডে খ্যাতিমান ব্যক্তিদের অংশ গ্রহণ অপরিহার্য্য। নারীর প্রতি সহিংসতা বিষয়ে জনগণের নীরবতা সত্ত্বেও সংবাদ মাধ্যম স্বত:স্ফুর্তভাবে বিষয়টি গুরুত্বারোপ করে।

এমনি ভাবে সরকার ও সংবাদ মাধ্যমের বাধা দূর করে এ কৌশল সফল প্রয়োগ সম্ভব হয়েছি। চলমান প্রচারনার কেমন করে এটা যুক্ত করা যায় তারই উপরই এর সাফল্য নির্ভর। ট্রাইবুনাল সফল ভাবে একটা ইস্যু নিয়ে কাজ করলেও একটা ট্রাইবুনাল সক্রিয়ভাবে কর্মোদ্যম সৃষ্টি করতে পারে যদি উহা দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল রচমার সক্ষম হয়। যদি এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করা হয় এবং সংগঠন তার দক্ষতা ও বিশ্বাস যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে তার চলমান অধিপরামর্শের জন্য অনেক শিক্ষনীয় থাকে। সাল, কার্যকর কর্মোদ্যোগের জন্য প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে এই ট্রাইবুনাল প্রভৃত উপকার সাধন করতে সক্ষম।

কৌশল সহায়িকা পত্রের এই সংখ্যা বা অন্য প্রকাশনা পূণর্মুদ্রণের ডাউনলোডের জন্য-
www.newtatics.org এর যেতে হবে।

আপনি অবশ্যই অন-লাইনে কৌশলের অনুসন্ধানযোগ্য ডাটাবেজ এবং অন্য মানবাধিকারের কর্মী সঙ্গে আলোচনার ফোরামে পাবেন।

NEWTactics
in Human Rights

নোট